শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরাতে সরকারকে আইনি নোটিশ



শেখ হাসিনা। ছবি: সংগৃহীত

ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে আইনি হেফাজতে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে সরকারকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান মামুন। নোটিশে এ জন্য কূটনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি ১৫ দিনের মধ্যে তাঁকে লিখিতভাবে অগ্রগতি জানাতে বলা হয়েছে।

বুধবার (১৮ নভেম্বর) জনস্বার্থে পাঠানো নোটিশটি মন্ত্রিপরিষদ সচিব, পররাষ্ট্র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এবং নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে দেওয়া হয়েছে। রেজিস্টার্ড ডাক ও ইমেইলে তাঁদের কাছে নোটিশ পাঠানো হয়। আইনজীবী মামুন সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য।

নোটিশে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরাতে প্রথমে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক পত্র বা 'নোট ভার্বাল' পাঠাতে হবে। সেখানে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তাঁর সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত আইনের আশ্রয়লাভ ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি তুলে ধরে সহযোগিতা চাইতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে তাঁর প্রবেশ ও আত্মসমর্পণের সুযোগ তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। হাইকমিশন প্রাঙ্গণে প্রবেশের পর বাংলাদেশ সরকারের আইনানুগ কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করলে পুলিশের বিশেষ প্রশিক্ষিত দল তাঁকে আইনি হেফাজতে নিতে পারবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

দেশে ফেরানোর জন্য হাইকমিশনের মাধ্যমে ট্রাভেল পাস বা ট্রাভেল পারমিট দেওয়ার প্রস্তাবও করেছেন আইনজীবী। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও হাইকমিশনের সমন্বয়ে বাণিজ্যিক ফ্লাইট অথবা বিশেষ চার্টার্ড বিমানে শেখ হাসিনাকে দেশে আনা যেতে পারে। যাত্রাপথে বাংলাদেশ পুলিশের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে।

দেশে ফেরার পর তাঁর অবস্থান ও নিরাপত্তার জন্য গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় পৈতৃক বাড়িকে বিশেষ সাব-জেল বা উপকারাগার ঘোষণার প্রস্তাব রয়েছে নোটিশে। কারা আইন ও জেল কোড অনুসরণ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা নিতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঢাকায় বিমান অবতরণের পর জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে বিমানবন্দর থেকে পুলিশের হেলিকপ্টারে তাঁকে সরাসরি টুঙ্গিপাড়ার ওই সাব-জেলে নেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

নোটিশে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চলমান বিচারিক কার্যক্রমের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩-এর ২১ ধারায় আপিলের অধিকার প্রয়োগের সুযোগ রাখার কথা বলা হয়েছে। ওই ধারার ৩ উপধারা অনুযায়ী, দণ্ডাদেশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করার সময়সীমা রয়েছে। তবে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে বিলম্ব মার্জনার আবেদন করা হলে তা বিবেচনা করে আপিল শুনানির সুযোগ দেওয়ার বিচারিক ক্ষমতা আপিল বিভাগের রয়েছে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন আদালতে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিচারাধীন দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাগুলোর কার্যক্রম চালু রাখতে ভার্চুয়াল বিচারব্যবস্থা ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ অনুযায়ী অডিও-ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হাজিরা ও সাক্ষ্যগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সব আপিল ও বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালতের দেওয়া রায় ও আদেশ নিরপেক্ষভাবে কার্যকর করার বিষয়টিও নোটিশে রয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তুলে নোটিশে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন প্রধানমন্ত্রী থাকার কারণে শেখ হাসিনার কাছে দেশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক, কূটনৈতিক প্রোটোকল ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য থাকতে পারে। প্রতিবেশী দেশে তাঁর দীর্ঘ অবস্থানের কারণে এসব তথ্য প্রকাশের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এ থেকে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি, এমনকি সামরিক সংঘাতের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ইয়েমেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদরাব্বুহ মানসুর হাদির ২০১৫ সালে সৌদি আরবে আশ্রয় নেওয়া এবং ইউক্রেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচের ২০১৪ সালে রাশিয়ায় আশ্রয় নেওয়ার উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। নোটিশে এসব ঘটনার পরবর্তী আঞ্চলিক ও ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন ঝুঁকি এড়ানোর প্রয়োজনীয়তা জানানো হয়েছে।

আইনজীবী মামুন জানিয়েছেন, তাঁর এই উদ্যোগের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক দল, বর্তমান সরকার কিংবা শেখ হাসিনার পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থানের সম্পর্ক নেই। সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের ১ উপধারায় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও জননিরাপত্তা রক্ষায় নাগরিকের দায়িত্বের কথা বিবেচনা করেই নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে নোটিশটি পাঠিয়েছেন তিনি। নির্ধারিত ১৫ দিনের মধ্যে প্রস্তাবিত পদক্ষেপ না নেওয়া হলে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, গোপনীয়তা ও সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত অধিকার রক্ষার স্বার্থে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্টে জনস্বার্থে রিট করার কথা জানিয়েছেন নোটিশদাতা।